†cm wiwjR

Rxeb evPv‡Z AvBwmwWwWAvi,we-i Ae`v‡bi cksmv Ki‡jb h³ iv‡R¨i gš¿x †cwb giW›U

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯:

ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এবং নারী ও সমতা বিষয়ক মন্ত্রী পেনি মরডন্ট তার সংক্ষিপ্ত বাংলাদেশ সফরকালে গত মঙ্গলবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) আইসিডিডিআর,বি পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি, সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোয় জনস্বাস্থ্য প্রচেষ্টায় আইসিডিডিআর,বি ও যুক্তরাজ্যের কয়েক দশকের দীর্ঘ অংশীদারিত্বের প্রশংসা করেন।

পরিদর্শনকালে তার সাথে ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার অ্যালিসন ব্লেইক, ডিএফআইডি বাংলাদেশের প্রধান জিম ম্যাকআলপিন এবং ডিএফআইডি-র প্রতিনিধিদল।

তিনি মহাখালীতে অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতাল, এর নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র, বিভিন্ন ওয়ার্ড, মাতৃদুগ্ধদান পরামর্শ কক্ষ, টিকাদান কক্ষ, পুষ্টি পুনর্বাসন ইউনিট, এবং গবেষণাগার ঘুরে দেখেন। এসময়, তিনি হাজার হাজার মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করায় আইসিডিডিআরবি-র ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আইসিডিডিআর,বি-র পুষ্টি ও ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের জ্যেষ্ঠ পরিচালক ডঃ তাহমিদ আহমেদ বিগত চার দশকের বেশি সময় ধরে চলমান আইসিডিডিআর,বি-যুক্তরাজ্যের দীর্ঘ অংশীদারিত্বের বিভিন্ন অর্জন তুলে ধরেন। এসময় তিনি আইসিডিডিআর,বি-র সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম উদ্ভাবন - শিশুদের মারাত্মক নিউমোনিয়া এবং অক্সিজেন স্বল্পতার চিকিৎসায় সাশ্রয়ী বাবল সিপ্যাপ-এর বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন। এর বাইরেও ইয়েমেন, ইথিওপিয়া, সুদানে মানবিক মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় অংশগ্রহণ সহ কক্সবাজারে চলমান রোহিঙ্গ্যা সংকটে আইসিডিডিআর,বি-র কার্যক্রম সম্পর্কেও যুক্তরাজ্যের মন্ত্রীকে অবহিত করা হয়।

পরিদর্শনকালে মাননীয় মন্ত্রী মরডন্ট জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে আইসিডিয়ার,বি-র দীর্ঘ অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আইসিডিডিআর,বি এবং ডিএফআইডি-র মাঝে বিদ্যমান অংশীদারিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা প্রতিবছর হাজারো মানুষের জীবন বাঁচানোয় আইসিডিডিআরবি-র গবেষণা ও অন্যান্য উদ্যোগে সহায়তা করতে পেরে গর্বিত। বিশ্বজুড়ে সংকটপূর্ণ বিভিন্ন এলাকায়ও মানুষের জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে আইসিডিডিআর,বি অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, "আমার সফরকালে এখানকার কর্মীদের সাথে কথা বলে, নতুন নতুন গবেষণা এবং চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জেনে আমি সত্যিই মুগ্ধ।"

ডায়রিয়ার প্রকোপ রোধে খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে ১৯৬০ সালে ঢাকায় এবং ১৯৬৪ সালে চাঁদপুরের মতলবে গবেষণার কাজ শুরু করে আইসিডিডিআর,বি (পূর্বের নাম কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি)। বিগত ছয় দশকে খাবার স্যালাইন সহ নানান যুগান্তকারী উদ্ভাবন এবং গবেষণার মাধ্যমে এ সংস্থা ডায়রিয়া, কলেরা, নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য হুমকি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে।

আইসিডিডিআর,বি-র এই যুগান্তকারী কার্যক্রমে যে কয়েকটি দেশ অসামান্য অবদান রাখছে যুক্তরাজ্য তাদের মধ্যে অন্যতম। যুক্তরাজ্য ১৯৭৫ সাল থেকে আইসিডিডিআর,বি-কে সহায়তা দিয়ে আসছে যা স্বাধীনতা পরবর্তীসময়ে সংস্থাটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিশেষ অবদান রেখেছে। এ পর্যন্ত দেশটি আইডিডিডিআর,বি-কে ৩৬ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড সহায়তা করেছে।

সফরকালে পর্যবেক্ষণদলটি আইসিডিডিআর,বি-র উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সাথেও মতবিনিময় করেছেন।

##